16 FEB 2017
১৭ 2

পবিপ্রবি'র ৫ শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে ছাত্রলীগের নির্যাতন

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে চাঁদা দাবি ও নির্যাতন চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীরা হলেন মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র আলী আদনান, শাওন কুমার বাইন, শিবাজী মণ্ডল, ইরতেজা ও মোস্তাক হাসান। অবরুদ্ধের ৫ ঘণ্টা পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছাত্র নির্যাতনের ঘটনায় দুমকি উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শফিক খান, আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সোহেল শরীফ, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ নেতা ফাইজুর রাব্বী, সজীব মৃধা, উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা জহিরসহ কয়েক নেতার জড়িত থাকার বিষয়ে বিশ্বস্ত কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীরা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে তারা বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া গ্রামে পায়রা নদীর তীরে ঘুরতে যায়। সন্ধ্যার আগমুহূর্তে তারা ফেরার সময় তাদের এক বান্ধবীর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও তাদের সঙ্গে দুমকি ফিরছিলেন। এ সময় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদের ছেলে আজীমের নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি দল তাদের নদীর তীরে আটকে রাখে। এ সময় তারা বিভিন্ন আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে মারধর শুরু করে। কিছুক্ষণ পর আটক থাকা মহিলার স্বামী তাকে উদ্ধার করে। এরপর সন্ধ্যা নামার পর তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৭টি মোবাইল ফোনসহ নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। নির্যাতিতরা বলেন, মুঠোফোনে কথা বলার পর জিম্মিকারীরা একে-অপরকে বলছিলেন— খান (উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক খান) আসছেন। এরপর তারা মারধর করেন এবং প্রত্যেককে বাসা থেকে ৫০ হাজার টাকা নিজেদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে আনতে বলেন। টাকা আনতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাদের মধ্য থেকে আলী আদনানকে সেখান থেকে সরিয়ে শিমুলতলা নামক একটি স্থানে নিয়ে যায় জিম্মিকারীদের কয়েক জন। সেখানে তাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মোবাইল ফোনগুলো নিয়ে পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে আড়ালে থাকা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক খানসহ অন্যরা। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত আজিমকে চাপ দিয়ে ৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অভিযুক্ত আজিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, তিনি জিম্মি অবস্থায় থাকা ছাত্রদের সেখান থেকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি প্রজন্ম লীগ নেতা সজীবের কাছে থাকা তিনটি মোবাইল উদ্ধার করেন। বাকি চারটি মোবাইল ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক খানের কাছে আছে। অভিযুক্ত ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক খানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে এ ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা সোহেল শরীফ বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি তখন বাসায় ছিলাম। আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। পবিপ্রবির সহকারী প্রক্টর রেশাদ মল্লিক শিক্ষার্থীদের পাঁচ ঘণ্টা পর জিম্মিদশা থেকে মুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রক্টর পূর্ণেন্দু বিশ্বাস বলেন, প্রক্টরিয়াল বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

পাঁচ ঘণ্টা পর উদ্ধার